সিএফও মাস্টারক্লাস ফর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি

রোড টু ইন্স্যুরেন্স সিএফও

পেশাদার হিসাববিদ থেকে বীমা কোম্পানির প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা

পর্ব ০২

বীমার ছয় মূলনীতি: আইন, আদালত ও হিসাবের ভাষায়

«ঝুঁকি বুঝি, আস্থা গড়ি»

প্রস্তুতকারী: মোঃ কেরামত আলী এফসিএমএ
নির্বাহী পরিচালক, সিএফও ও কোম্পানি সচিব, BLING Leather Products Ltd.
ফেলো, ICMAB | মোবাইল: ০১৭১৬১৫০১৮০

এই পর্বে: বীমা চুক্তির ছয়টি স্তম্ভ

পরম সদ্বিশ্বাস
Utmost Good Faith

সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশের দায়

বীমাযোগ্য স্বার্থ
Insurable Interest

ক্ষতিতে আর্থিক স্বার্থ থাকতে হবে

ক্ষতিপূরণ
Indemnity

ক্ষতির আগের অবস্থায় ফেরানো, লাভ নয়

প্রত্যর্পণ
Subrogation

পরিশোধের পর তৃতীয় পক্ষ থেকে আদায়ের অধিকার

অংশীদারি দায়
Contribution

একাধিক বীমাকারী আনুপাতিক হারে বহন করে

নিকটতম কারণ
Proximate Cause

ক্ষতির সক্রিয় ও কার্যকর কারণ নির্ণয়

লক্ষণীয়: ক্ষতিপূরণ, প্রত্যর্পণ ও অংশীদারি দায় মূলত নন-লাইফ বীমায় প্রযোজ্য; জীবন বীমা ক্ষতিপূরণ চুক্তি নয়।

সূত্র: চুক্তি আইন, ১৮৭২; বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন); Castellain v Preston (1883) 11 QBD 380।

বীমা চুক্তি: সাধারণ চুক্তির চেয়ে কোথায় আলাদা

বৈধ চুক্তির উপাদান (চুক্তি আইন ১৮৭২, ধারা ১০)

১ **প্রস্তাব ও গ্রহণ**
প্রস্তাবপত্র (proposal form) ও বীমাকারীর গ্রহণ

২ **প্রতিদান**
প্রিমিয়াম — চুক্তির মূল্য

৩ **সক্ষম পক্ষ ও সম্মতি**
চুক্তি করার যোগ্য ব্যক্তি; স্বাধীন সম্মতি

৪ **বৈধ উদ্দেশ্য**
বাজি বা জুয়া নয় — বীমাযোগ্য স্বার্থ জরুরি

বীমা চুক্তির বিশেষ নিয়ম

- প্রিমিয়াম ছাড়া ঝুঁকি নয়: নির্ধারিত প্রিমিয়াম বা পরিশোধের নিশ্চয়তা না পেলে নন-লাইফ ঝুঁকি গ্রহণ নিষিদ্ধ (বীমা আইন, ধারা ১৮)
- প্রস্তাবপত্র ও মেডিক্যাল রিপোর্টের অনুলিপি গ্রাহককে সরবরাহ (ধারা ৯৩)
- বাংলাদেশে ইস্যুকৃত পলিসিতে বাংলাদেশের আইন প্রযোজ্য (ধারা ৬৯)
- অস্পষ্ট শর্ত বীমাকারীর বিপক্ষে ব্যাখ্যাত হয় (contra proferentem), কারণ শর্ত বীমাকারীই লেখে

সূত্র: চুক্তি আইন, ১৮৭২, ধারা ১০ ও ৩০; বীমা আইন, ২০১০, ধারা ১৮, ৬৯ ও ৯৩ (bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1037); General Assurance Society v Chandmull Jain, AIR 1966 SC 1644 (ভারত)।

১. পরম সদ্বিশ্বাস (Utmost Good Faith)

উভয় পক্ষকে চুক্তির আগে সব গুরুত্বপূর্ণ (material) তথ্য সত্যভাবে প্রকাশ করতে হবে। যে তথ্য একজন বিবেচক বীমাকারীর ঝুঁকি গ্রহণ বা প্রিমিয়াম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের আইনে

- ধারা ৬৮: জীবন বীমা পলিসি দুই বছর পর অসত্য তথ্যের কারণে প্রশ্নসাপেক্ষ করা যায় না — ব্যতিক্রম: গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন বা প্রতারণা প্রমাণিত হলে
- ধারা ১৫০: অনুমোদিত এজেন্টের জানা তথ্য বীমাকারীর জানা তথ্য হিসেবে গণ্য
- দাবি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স ২০২৪: গ্রাহককে সত্য তথ্য দিতে হবে; প্রতারণা বা অসত্য বিবৃতিতে দাবি প্রত্যাখ্যান করা যায়

Carter v Boehm (1766)

Court of King's Bench, ইংল্যান্ড — Lord Mansfield

ঘটনা: সুমাত্রার একটি দুর্গের গভর্নর ফরাসি আক্রমণের বিরুদ্ধে বীমা করেন; দুর্গের দুর্বলতা প্রকাশ করেননি।

সিদ্ধান্ত: বীমা চুক্তি পরম সদ্বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; তবে যা বীমাকারী নিজেই জানতে পারত, তা গোপন রাখা প্রতারণা নয় — দাবি বহাল।

সিএফও টিপ: প্রস্তাবপত্রের প্রশ্ন সুনির্দিষ্ট রাখুন — অস্পষ্ট প্রশ্নের দায় বীমাকারীর; এজেন্টের জানা তথ্যও কোম্পানির দায় (ধারা ১৫০)।

সূত্র: বীমা আইন, ২০১০, ধারা ৬৮ ও ১৫০; IDRA বীমা দাবী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গাইডলাইন্স, ২০২৪, অনুচ্ছেদ ৬(৩) ও ৯(৬); Carter v Boehm (1766) 3 Burr 1905।

পরম সদ্বিশ্বাস: আধুনিক আইন ও ধারা ৬৮-এর সময়রেখা

পলিসি চালু

বীমাকারী অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন তুলতে পারে

২ বছর পূর্ণ

অসত্য তথ্যের কারণে আর প্রশ্ন তোলা যাবে না

২ বছর পরও ব্যতিক্রম

প্রতারণা বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন প্রমাণ; বয়সের প্রমাণ চাওয়া যায়

Satwant Kaur Sandhu v New India Assurance (2009)

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট: মেডিক্লেইম প্রস্তাবপত্রে দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগ গোপন করা হয়েছিল। আদালত বলেন, প্রস্তাবপত্রের প্রশ্নে চাওয়া তথ্যই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য — দাবি প্রত্যাখ্যান বৈধ।

যুক্তরাজ্য: Insurance Act 2015

ব্যবসায়িক বীমায় "fair presentation"-এর দায়িত্ব। গোপনের ফল আনুপাতিক: ইচ্ছাকৃত বা বেপরোয়া হলে চুক্তি বাতিল; নির্দোষ ভুলে প্রিমিয়াম বা দাবির আনুপাতিক সমন্বয়।

সূত্র: বীমা আইন, ২০১০, ধারা ৬৮; Satwant Kaur Sandhu v New India Assurance Co Ltd (2009) 8 SCC 316; UK Insurance Act 2015, s.3 ও Schedule 1। বাংলাদেশে সাধারণ আইনের (common law) ঐতিহ্যে এসব রায় প্ররোচক নজির (persuasive precedent)।

২. বীমাযোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest)

বীমাকৃত বিষয়ের ক্ষতিতে বীমাগ্রহীতার প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষতি হতে হবে। স্বার্থ না থাকলে চুক্তি বাজিতে পরিণত হয়। সময়: জীবন বীমায় চুক্তির সময়, সম্পত্তি বীমায় ক্ষতির সময়, নৌ বীমায় ক্ষতির সময় স্বার্থ থাকা জরুরি।

বাংলাদেশের আইন ও চর্চা

- চুক্তি আইন ১৮৭২, ধারা ৩০: বাজির চুক্তি বাতিল — বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বীমা এই শ্রেণিতে পড়ে
- বীমা আইন ২০১০-এ "বীমাযোগ্য স্বার্থ" শিরোনামে আলাদা ধারা নেই; নীতিটি সাধারণ আইন ও পলিসির শর্ত থেকে আসে
- স্বার্থ আছে: মালিক, বন্ধকগ্রহীতা ব্যাংক (ঋণের পরিমাণ পর্যন্ত), নিজের ও স্বামী/স্ত্রীর জীবন, নিয়োগকর্তা — মূল কর্মীর জীবন

Macaura v Northern Assurance (1925)

House of Lords, যুক্তরাজ্য

ঘটনা: একমাত্র শেয়ারহোল্ডার নিজের নামে কোম্পানির কাঠ বীমা করেন; আগুনে কাঠ পুড়ে যায়।

সিদ্ধান্ত: সম্পদের মালিক কোম্পানি, শেয়ারহোল্ডার নন — তাঁর বীমাযোগ্য স্বার্থ নেই; দাবি নাকচ।

সিএফও টিপ: বন্ধকি সম্পত্তিতে ব্যাংকের স্বার্থ (mortgagee clause) যাচাই করুন — দাবির টাকা কার প্রাপ্য তা আগেই নিশ্চিত হোন।

সূত্র: চুক্তি আইন, ১৮৭২, ধারা ৩০; বীমা আইন, ২০১০ (ধারা-তালিকা, bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1037); Macaura v Northern Assurance Co Ltd [1925] AC 619।

৩. ক্ষতিপূরণ (Indemnity)

বীমাগ্রহীতাকে ক্ষতির ঠিক আগের আর্থিক অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া — বেশি নয়, কমও নয়। বীমা লাভের উৎস নয়। প্রতিকারের পদ্ধতি: নগদ পরিশোধ, মেরামত, প্রতিস্থাপন বা পুনঃস্থাপন।

আইন ও প্রয়োগ

- চুক্তি আইন ১৮৭২, ধারা ১২৪: ক্ষতিপূরণ চুক্তির সংজ্ঞা
- দাবি সর্বোচ্চ: প্রকৃত ক্ষতি, বিমাকৃত অঙ্ক বা পলিসির সীমা — যেটি কম
- কম মূল্যে বীমা করলে গড় শর্ত (Average clause) প্রযোজ্য — দাবি আনুপাতিক হারে কমে
- ব্যতিক্রম: জীবন ও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা (নির্ধারিত অঙ্ক), সম্মত মূল্যের (agreed value) পলিসি

Castellain v Preston (1883)

Court of Appeal, ইংল্যান্ড — Brett LJ

ঘটনা: বাড়ি বিক্রির চুক্তির পর হস্তান্তরের আগে আগুন লাগে; বীমাকারী বিক্রেতাকে দাবি দেয়, পরে ক্রেতাও পুরো দাম পরিশোধ করে।

সিদ্ধান্ত: বিক্রেতা পূর্ণ ক্ষতিপূরণের বেশি পাবেন না; বীমাকারী পরিশোধিত অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী।

সিএফও টিপ: বড় ঝুঁকিতে নিয়মিত সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন উৎসাহিত করুন — কম মূল্যে বীমা বিরোধ ও সুনাম ঝুঁকি বাড়ায়।

সূত্র: চুক্তি আইন, ১৮৭২, ধারা ১২৪; Castellain v Preston (1883) 11 QBD 380; সংখ্যাভিত্তিক উদাহরণ: স্লাইড ১১।

৪. প্রত্যর্পণ (Subrogation)

দাবি পরিশোধের পর বীমাকারী বীমাগ্রহীতার স্থলাভিষিক্ত হয় এবং দায়ী তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে আদায়ের অধিকার পায় — পরিশোধিত অঙ্ক পর্যন্ত। এতে বীমাগ্রহীতা দুই দিক থেকে টাকা পেয়ে লাভবান হতে পারেন না।

প্রয়োগ ও সিএফও-র দৃষ্টিকোণ

- ক্ষতিপূরণ নীতির পরিপূরক — শুধু নন-লাইফ বীমায় প্রযোজ্য
- সাধারণ উদাহরণ: পরিবহনকারীর অবহেলায় পণ্য ক্ষতি (মেরিন কার্গো), অন্যের দোষে গাড়ি দুর্ঘটনা (মোটর)
- দাবি নিষ্পত্তির সময় গ্রাহকের কাছ থেকে প্রত্যর্পণ পত্র (letter of subrogation) নেওয়া হয়
- আদায় ও উদ্ধারকৃত সম্পদ (salvage) নিট দাবি ব্যয় কমায় — হিসাবে আলাদাভাবে চিহ্নিত রাখতে হয়

Yorkshire Insurance v Nisbet Shipping (1962)

Queen's Bench Division, ইংল্যান্ড

ঘটনা: বীমাকারী জাহাজের ক্ষতি পরিশোধ করে; পরে মালিক দোষী পক্ষের কাছ থেকে মুদ্রা বিনিময় হারের কারণে বেশি অর্থ আদায় করে।

সিদ্ধান্ত: বীমাকারী শুধু পরিশোধিত অঙ্ক পর্যন্ত পাবে; অতিরিক্ত অর্থ বীমাগ্রহীতার।

সিএফও টিপ: প্রত্যর্পণ মামলার তামাদির সময়সীমা নজরে রাখুন — দেরিতে পদক্ষেপ নিলে আদায়যোগ্য অর্থ হারানোর ঝুঁকি।

সূত্র: Castellain v Preston (1883) 11 QBD 380; Yorkshire Insurance Co Ltd v Nisbet Shipping Co Ltd [1962] 2 QB 330।

৫. অংশীদারি দায় (Contribution)

একই বিষয়, একই স্বার্থ ও একই ঝুঁকি একাধিক বীমাকারীর কাছে বীমা থাকলে প্রত্যেকে নিজ বিমাকৃত অঙ্কের অনুপাতে ক্ষতি বহন করে। মোট প্রাপ্তি প্রকৃত ক্ষতির বেশি হতে পারে না।

প্রয়োগের শর্ত ও বাংলাদেশি চর্চা

- শর্ত: একই বিষয়বস্তু, একই বীমাযোগ্য স্বার্থ, একই ঝুঁকি, সব পলিসি ক্ষতির সময় চালু
- পলিসিতে "rateable proportion" শর্ত সাধারণত থাকে
- সহ-বীমা (co-insurance): বড় শিল্প ঝুঁকিতে লিড বীমাকারীর সাথে অন্যরা নির্ধারিত শতাংশ ভাগ নেয় — সিএফও-কে সহ-বীমা প্রাপ্য ও প্রদেয় মেলাতে হয়

North British v London & Globe (1877)

Court of Appeal — "King & Queen Granaries" মামলা

ঘটনা: শস্যাগারে রাখা পণ্য গুদামরক্ষক ও মালিক আলাদাভাবে বীমা করেন; আগুনে ক্ষতি হয়।

সিদ্ধান্ত: দুই পক্ষের স্বার্থ ভিন্ন — অংশীদারি দায় প্রযোজ্য নয়; গুদামরক্ষকের বীমাকারীই দায়ী।

সিএফও টিপ: দাবি প্রক্রিয়ার শুরুতেই অন্য কোনো পলিসি আছে কি না লিখিত ঘোষণা নিন — দ্বৈত পরিশোধ রোধ হবে।

সূত্র: North British & Mercantile Insurance Co v London, Liverpool & Globe Insurance Co (1877) 5 Ch D 569; সংখ্যাভিত্তিক উদাহরণ: স্লাইড ১১।

৬. নিকটতম কারণ (Proximate Cause)

ক্ষতির জন্য সময়ে নিকটতম নয়, বরং সক্রিয় ও কার্যকর কারণটি দেখা হয় — যে কারণ ঘটনাধারা শুরু করে এবং মাঝে নতুন স্বাধীন কারণ ছাড়াই ক্ষতি ঘটায়। সেই কারণ বীমাকৃত ঝুঁকি হলে দাবি পরিশোধযোগ্য।

বিশ্লেষণের ধাপ

- ঘটনাধারা সাজান: কারণ → ফল → ক্ষতি
- প্রতিটি কারণ বীমাকৃত, ব্যতিক্রমভুক্ত (excluded) নাকি উল্লেখহীন — যাচাই করুন
- কার্যকর কারণ ব্যতিক্রমভুক্ত হলে দাবি বাদ যেতে পারে
- পলিসির ভাষা নির্ণায়ক: "directly or indirectly caused by" ধরনের শব্দ ব্যতিক্রমের পরিধি বাড়ায়

Leyland Shipping v Norwich Union (1918)

House of Lords, যুক্তরাজ্য

ঘটনা: টর্পেডোর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ বন্দরে নেওয়া হয়; পরে ঢেউ ও তলদেশে ধাক্কায় ডুবে যায়। পলিসিতে যুদ্ধঝুঁকি বাদ ছিল।

সিদ্ধান্ত: কার্যকর কারণ টর্পেডো (যুদ্ধঝুঁকি) — বীমাকারী দায়ী নয়।

সিএফও টিপ: নতুন পলিসির শব্দচয়ন আইন বিভাগ ও আন্ডাররাইটারের সাথে পর্যালোচনা করুন — একটি শব্দ কোটি টাকার দায় নির্ধারণ করতে পারে।

সূত্র: Leyland Shipping Co Ltd v Norwich Union Fire Insurance Society Ltd [1918] AC 350; Pawsey v Scottish Union & National Insurance Co (1907, Privy Council) — "active and efficient cause" সংজ্ঞা।

সংখ্যায় মূলনীতি: তিনটি হাতে-কলমে হিসাব

গড় শর্ত (ফায়ার)

প্রকৃত মূল্য	**৮.০০ কোটি**
বিমাকৃত অঙ্ক	**৬.০০ কোটি**
ক্ষতি	**২.০০ কোটি**

দাবি = ২.০০ × ৬/৮ = ১.৫০ কোটি

বাকি ০.৫০ কোটি গ্রাহক নিজে বহন করবেন (কম মূল্যে বীমার ফল)

প্রত্যর্পণ (মেরিন কার্গো)

বীমাকারীর পরিশোধ	**৫০ লাখ**
বাহক থেকে আদায়	**৫৫ লাখ**
গ্রাহকের অবীমাকৃত ক্ষতি	**৫ লাখ**

বীমাকারী রাখবে ৫০ লাখ

অতিরিক্ত ৫ লাখ গ্রাহকের — বীমাকারী পরিশোধিত অঙ্কের বেশি পায় না

অংশীদারি দায় (দুই বীমাকারী)

বীমাকারী ক-এর অঙ্ক	**৬০ লাখ**
বীমাকারী খ-এর অঙ্ক	**৪০ লাখ**
ক্ষতি	**৫০ লাখ**

ক = ৩০ লাখ, খ = ২০ লাখ

সূত্র: ক্ষতি × নিজ অঙ্ক ÷ মোট অঙ্ক; মোট প্রাপ্তি ৫০ লাখ, বেশি নয়

সূত্র: উদাহরণগুলো প্রস্তুতকারীর তৈরি, শিক্ষণের উদ্দেশ্যে কাল্পনিক অঙ্ক; নীতিগত ভিত্তি: Castellain v Preston (1883); Yorkshire Insurance v Nisbet Shipping (1962); পলিসির গড় ও আনুপাতিক দায়ের শর্ত।

দাবি নিষ্পত্তি: ৯০ দিনের নিয়ম ও দেরির খেসারত

আইন ও গাইডলাইন্স যা বলে

- ধারা ৭২: দাবি প্রাপ্য হওয়া বা সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার (যেটি পরে) ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধ না করলে সুদ দিতে হবে — হার: ব্যাংক রেট + ৫% বার্ষিক
- বীমাকারী প্রমাণ করতে পারলে ছাড়: দেরি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল
- গাইডলাইন্স ২০২৪: পূর্ণ কাগজপত্র জমার ৯০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি; প্রয়োজনীয় সব কাগজ শুরুতেই একবারে চাইতে হবে
- প্রত্যাখ্যান লিখিতভাবে, কারণসহ জানাতে হবে

উদাহরণ: দেরিতে পরিশোধের সুদ

দাবির অঙ্ক	**১,০০,০০,০০০ টাকা**
কাগজপত্র সম্পূর্ণ	**১ জানুয়ারি**
প্রকৃত পরিশোধ	**১৫০ দিন পর**
বিলম্ব (৯০ দিনের পর)	**৬০ দিন ≈ ২ মাস**
ধরা যাক ব্যাংক রেট	**৪% (অনুমিত)**
প্রযোজ্য সুদহার	**৪% + ৫% = ৯%**

সুদ = ১ কোটি × ৯% × ২/১২ = ১,৫০,০০০ টাকা

সূত্র: বীমা আইন, ২০১০, ধারা ৭২ (মাসিক ভিত্তিতে হিসাব); IDRA বীমা দাবী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গাইডলাইন্স, ২০২৪, অনুচ্ছেদ ৫(৫), ৫(৮), ৫(১৬)। ব্যাংক রেট উদাহরণের জন্য অনুমিত — প্রকৃত হার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যাচাই করুন।

সিএফও-র চোখে: মূলনীতি থেকে আর্থিক বিবরণী

মূলনীতি	কার্যকর প্রভাব	হিসাব ও প্রতিবেদনে প্রভাব
পরম সদ্বিশ্বাস	দাবি প্রত্যাখ্যান ও মামলা	বিরোধপূর্ণ দাবির সংস্থান বা আকস্মিক দায় প্রকাশ (IAS 37)
বীমাযোগ্য স্বার্থ	অকার্যকর পলিসি	প্রিমিয়াম ফেরত ও আয় সমন্বয়
ক্ষতিপূরণ ও গড় শর্ত	দাবির পরিমাণ নির্ধারণ	বকেয়া দাবির (outstanding claims) পরিমাপ
প্রত্যর্পণ ও salvage	তৃতীয় পক্ষ থেকে আদায়	নিট দাবি ব্যয় হ্রাস; IFRS 17-এ প্রত্যাশিত আদায় পূরণকারী নগদপ্রবাহে বিবেচ্য
অংশীদারি দায় ও সহ-বীমা	নিজ অংশের দাবি	সহ-বীমাকারীর সাথে প্রাপ্য/প্রদেয় মিলকরণ
নিকটতম কারণ	ব্যতিক্রম প্রয়োগ	রিজার্ভ নির্ধারণ ও আন্ডাররাইটিং ঝুঁকি মূল্যায়ন

সূত্র: IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets; IFRS 17 Insurance Contracts (IASB) — fulfilment cash flows; বীমা আইন, ২০১০। বিস্তারিত হিসাবরক্ষণ মডিউল ৩ ও ৪-এ।

নিজেকে যাচাই করুন: চারটি বাস্তব পরিস্থিতি

পরিস্থিতি ১ **বন্ধুর বাড়ি**

রহিম তাঁর বন্ধুর বাড়ির অগ্নিবীমা নিজের নামে করলেন। আগুনে বাড়ি পুড়ল।

উত্তর: বীমাযোগ্য স্বার্থ নেই — চুক্তি বাজির সমতুল্য, দাবি অগ্রাহ্য।

পরিস্থিতি ২ **দুই বীমাকারী**

একই গুদাম দুই কোম্পানিতে বীমা; মালিক দুজনের কাছ থেকেই পূর্ণ ক্ষতি দাবি করলেন।

উত্তর: অংশীদারি দায় ও ক্ষতিপূরণ — মোট প্রাপ্তি প্রকৃত ক্ষতির বেশি নয়।

পরিস্থিতি ৩ **বন্যা থেকে আগুন**

বন্যার পানিতে শর্ট সার্কিট, তারপর আগুন। পলিসিতে আগুন অন্তর্ভুক্ত, বন্যা বাদ।

উত্তর: নিকটতম কারণ বিশ্লেষণ — বন্যা কার্যকর কারণ হলে এবং ব্যতিক্রমের ভাষা বিস্তৃত হলে দাবি বাদ যেতে পারে।

পরিস্থিতি ৪ **তিন বছর পর মৃত্যু**

জীবন বীমা চালুর তিন বছর পর মৃত্যু; প্রস্তাবপত্রে ছোটখাটো অসত্য তথ্য পাওয়া গেল।

উত্তর: ধারা ৬৮ — প্রতারণা বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন প্রমাণ না হলে দাবি পরিশোধযোগ্য।

সূত্র: চুক্তি আইন, ১৮৭২, ধারা ৩০; বীমা আইন, ২০১০, ধারা ৬৮; Leyland Shipping v Norwich Union [1918] AC 350। পরিস্থিতিগুলো শিক্ষণের জন্য কাল্পনিক।

সম্ভাব্য ইন্টারভিউ প্রশ্ন

1. বীমা আইন ২০১০-এর ধারা ৬৮ কী বলে, এর ব্যতিক্রম কী?
2. বিমাকৃত অঙ্ক ৬ কোটি, প্রকৃত মূল্য ৮ কোটি, ক্ষতি ২ কোটি — দাবি কত?
3. প্রত্যর্পণ ও অংশীদারি দায় জীবন বীমায় কেন প্রযোজ্য নয়?
4. দেরিতে দাবি পরিশোধে বীমাকারীর আর্থিক দায় কী (ধারা ৭২)?

পরবর্তী পর্ব — ০৩

বাংলাদেশের বীমা বাজারের চিত্র: লাইফ বনাম নন-লাইফ, SBC ও JBC, তালিকাভুক্ত কোম্পানি ও বীমা অনুপ্রবেশ

দায়মুক্তি (Disclaimer)

- এই সিরিজ সম্পূর্ণ শিক্ষামূলক ও জ্ঞান বিনিময়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত। এটি কোনো চাকরি, নিয়োগ, পদোন্নতি বা IDRA-র অনুমোদন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বা প্রতিশ্রুতি নয়।
- এটি আইনগত, কর, বিনিয়োগ বা পেশাগত পরামর্শ নয়; সিদ্ধান্তের আগে মূল আইন, গেজেট, সার্কুলার ও যোগ্য পরামর্শকের মত নিন।
- তথ্য অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ; উদাহরণের অঙ্ক কাল্পনিক। মতামত প্রস্তুতকারীর ব্যক্তিগত — কর্মরত প্রতিষ্ঠান বা ICMAB-এর নয়।

«ঝুঁকি বুঝি, আস্থা গড়ি»

#RoadToInsuranceCFO

মোঃ কেরামত আলী এফসিএমএ
নির্বাহী পরিচালক, সিএফও ও কোম্পানি সচিব, BLING Leather Products Ltd. | ফেলো, ICMAB
ব্যবহারিক সহায়তার জন্য মোবাইল: ০১৭১৬১৫০১৮০